মেহেরপুরে পুরহিত সেবাইতাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ধর্মীয় ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরহিত সেবাইতাদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়ে) এর আওতায় মেহেরপুর জেলার পুরহিত সেবাইতাদের ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর নিগমানন্দ সরস্বতী ও শিবালয় আশ্রম মন্দিরে, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জুনিয়র কনসালটেন্ট অশোক কুমার চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য। এছাড়াও শিক্ষক শাশ্বত নিপ্পন চক্রবর্ত্তী, ধীজেন্দ্রনাথ সরকার, কিশোর পাত্র, সহকারি পরিচালক হ্যাপি সাহা, সুশীল চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

গাংনীতে ভর্তুকী মূল্যে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে সোমবার দুপুরে ভর্তুকী মূল্যে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে “সমন্বিত ব্যবস্থাপনা মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকী করণ প্রকল্পের আওতায় সরকারী উন্নয়ন সহায়তায় ৬ জন চাষির মাঝে এ কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়। মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান এমপি প্রধান অতিথী হিসেবে চাষিদের মাঝে

স্ব স্ব কৃষি যন্ত্রের চাবি হস্তান্তর করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে ও উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে অনুষ্ঠিত কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক। গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবীদ লাভলী খাতুন। এসময় মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শামছুল আলম ও অতিরিক্ত উপ-পরিচালক কামরুজ্জামানসহ সরকারী বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রীক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

যারা মুজিবনগর দিবস মানেনা, পালন করেনা তারা মুক্তিযুদ্ধের শক্তির পক্ষে নয় –আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাসিম

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাসিম বলেছেন, জাতীর জনকের কাঙ্খিত স্বপ্ন একটি স্বাধীন সার্ভৌম রাষ্ট্র তার যৌক্তিতা তুলে তার স্বপক্ষে সারা বিশ্বের বিবেককে সংগঠিত করেছিল মুজিবনগর সরকার।

সে সময় ভারত বর্ষের জনগণের প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাথে ছিল। তাদের সহযোগীতায় এই মুজিবনগরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে শপথ অনুষ্ঠানটি সফলভাবে করা সম্ভব হয়েছিল। মুজিবনগর সরকার সারা বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহ উজ্জিবিত করেছে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে বৈদ্যনাথতলা আম্রকাননের শেখ হাসিনা মঞ্চে আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাহাউদ্দীন নাসিম এসব এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন মুক্তির পক্ষে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। ২৪ বছর পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী, হানাদার বাহিনীর সমর্থক পাকিস্থানী সরকার, সামরিক সরকার, আয়ূব, ইয়াহিয়া এবং জিন্নার প্রেত্মাত্বাদের নিস্পেশন, নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে বাঙালী জাতীকে ও বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য লড়েছেন।
জাতীর পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য সেদিন বাংলার অভূক্ত পাগল জনতা জাতীর জনকের ২৬ মার্চের সেই ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণার আহবানে সাড়া দিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক এমপি, অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদফতর সম্পাদক সায়েম খান, কেন্দীয় আওয়ামী লীগের সদস্য পারভীন জামান কল্পনা এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাহাউদ্দীন নাসিম আরো বলেন, অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, স্বাধীনতার ঘোষক দাবী করেন। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট পাকিস্থানী আইএসআই এর এজেন্টদের আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চক্রান্তকারীদের সমন্বয়ে জাতীর পিতাকে হত্যা করে। জতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বোভৌমত্বকে বিপন্ন করে বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্থানীর আদলে পাকিস্থানী বাংলাদেশ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। জাতির পিতাকে হত্যা করার পরে খুনি জিয়া ও মুস্তাক গঙরা নানাভাবে পাকিস্থানীদের পৃষ্টপোষকতায় পরামর্শে বাংলাদেশকে পাকিস্থানী বাংলাদেশ বানানোর চেষ্টা করে।

তিনি বলেন, ইতিহাস বিকৃত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংশ করে। অসম্প্রদায়ীক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ একটি অসম্প্রদায়ীক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য ত্রিশ লক্ষ শহীদ তাদের

মেহেরপুরসহ ৬১ জেলা পরিষদ বিলুপ্ত

সরকার মেহেরপুরসহ ৬১টি জেলা পরিষদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে। জেলা পরিষদ গঠনের পর প্রথম সভার মেয়াদ থেকে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ায় জেলা পরিষদ আইন ২০০০ এর ক্ষমতা বলে পরিষদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করল সরকার।

রবিবার (১৭ এপ্রিল) স্থানীয় সরকার বিভাগের জেলা পরিষদ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, দেশের ৬১টি জেলা পরিষদের মেয়াদ প্রথম সভার তারিখ থেকে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হওয়ায় জেলা পরিষদ আইন ২০০০ এর ৫ ধারা অনুযায়ী পরিষদসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে।

আইনের ৮২ ধারা অনুযায়ী এখন থেকে সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আইনের ৭৫ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পরিষদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের ইফতার ও বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের ইফতার মাহফিল ও বই এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাজধানীর ফার্মগেটে অবস্থিত হোটেল গিভেন্সিতে এ

ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতার মাহফিলের আগে মেহেরপুরের কৃতি সন্তান ও হাইকোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার তোফায়েল হোসেন রুপকের লেখা কবিতার বই “অনির্বাচিত” এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পরে সেখানে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের সভাপতি সেলিম আহমেদের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক এম এ এস ইমন, বিএনপি নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন, ক্লাবের মুখপাত্র মিল্টন বিশ্বাস, নির্বাহি প্রধান বিকলুস আহমেদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শিশির অরুপ, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ডলার শেখ, পাঠাগার সম্পাদক দুলাল হোসেন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক তছলিমা খাতুন, সহ- সভাপতি আহসান হাবিব, বুলবুল আহমেহ, সাইক্লোন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক আজিজুল হক, দপ্তর সম্পাদক সাঈদুর রহমান, বিশেষ অতিথি সড়ক ও জনপথে নির্বাহী প্রকৌশলী আবু হেনা,হাই কোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার তোফায়েল হাসান রুপক ,জাভেদ মাসুদ মিল্টন,সহ সভাপতি রেজাউল হকসহ কমিউনিটি ক্লাবের চার শতাধিক সদস্য অংশ নেন।

দর্শনার উজলপুরে বিষপানে দুই সন্তানের জননীর আত্নহত্যা

শ্বাশুড়ীর উপর অভিমান করে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা উজলপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী নারগিস (২৬) আত্নহত্যা করেছেন। রোববার দুপুর ২ টার দিকে তিনি বিষপান করে আত্নহত্যা করেন। তিনি উজলপুর গ্রামের ক্লাবপাড়ার হায়দার আলীর মেয়ে।

পারিবারিক সুত্রে জানাযায়, গত বছর দশেক আগে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা সদরের কেষবপুর গ্রামে জৈনকের সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয় নারগিসের। বিয়ের পর সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল।

তার কোল জুড়ে আসে দুটি সন্তান। বছর খানেক থেকে নারগিসের সাথে তার শ্বাশুড়ীর বিভিন্ন কারণে অকারণে ঝগড়া বিবাদ হতো।

রোববার সকালের দিকে শ্বাশুড়ীর সাথে ঝগড়া হলে নারগিস তার পিতার

বাড়ি উজলপুরে চলে আসে। পরে দুপুর ২ টার দিকে নারগিস রোজা থাকা অবস্থায় সকলের অজান্তে বিষপান করে।

বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতালে নিলে কর্মরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। এ রিপর্ট রেখা পর্যন্ত নারগিসের লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে ছিল।

দর্শনায় বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া ও ইফতার মাহফিল

তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দর্শনা পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্দ্যেগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্টিত হয়েছে।

রবিবার আরাম মার্কেটে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্টিত হয়। উক্ত ইফতার মাহফিলে দর্শনা পৌর বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান বুলেটের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সদস্য ও দর্শনা থানার প্রধান সমন্বয়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন শফিকুল ইসলাম সাবু, জেলা শ্রমিক দলের সাধারন সম্পাদক ও দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় টিমের সদস্য শরিফ উদ্দিন, সদস্য বিএনপির সমন্বয় টিম ও সাবেক প্রভাষক আল হাজ্ব মশিউর রহমান, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় ও জেলা মৎসজীবির যুগ্ন আহবায়ক লুৎফর রহমান,সদস্য রেজাউল ইসলাম, মোমিনুল ইসলাম,শফিকুল আজম তোতা, নাসির উদ্দিন খেদু, আক্তার হোসেন, শফিউল্লাহ, আঃ রশিদ, আঃ হাই, হাবিবুর রহমান হাফি, আসলাম উদ্দিন, আশরাফুল হক, মহব্বত আলী, আবুল হোসেন টোটন, রফিকুল ইসলাম, খায়রুল আলম যুদ্ধ, দর্শনা পৌর যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন, দর্শনা পৌর বিএনপির সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন লিটন, যুগ্ন আহবায়ক সেলিম মেহফুজ মিল্টন, যুগ্ন আহবায়ক জাহান আলী,

যুগ্ন আহবায়ক সোহেল তরফদার, সাহাব উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি খোরশেদ লিংকন, সহ সাধারন সম্পাদক জাকির হোসেন, আহবায়ক দর্শনা থানা ছাত্রদলের নাফিউল লিমন, অনুষ্টানটি সার্বিক পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় টিম ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাহারুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে শীর্ষক আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এই আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিল।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাজিয়া আফরিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক বলেন, বঙ্গবন্ধুর মতো ক্ষণজন্মা মানুষটির জন্ম না হলে বিশ্বের বাঙালিরা একটি নিজস্ব স্বাধীন দেশের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতো।

আজ আমরা সেই মহান মানুষটির স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে দেশসেবায় ব্রতী হয়েছি। আমাদের লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় সোনার বাংলা গড়ার জন্য আমরা দেশসেবায় এগিয়ে চলেছি।

এটাই হবে আমাদের আজকের দৃঢ় প্রত্যয় ও অঙ্গীকার। এ সময় তিনি আরো বলেন মুজিবনগর দিবস বাঙালি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশেষ দিন।

উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শারমিন আক্তার,

বীরপ্রতীক সুবেদার মেজর অবঃ খন্দকার সাইদুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভুইয়া সহ চুয়াডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ,রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের ৩ জনসহ ৪০ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান

মেহেরপুরের তিন জন সহ সারা দেশের ৪০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান করেছেন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল।

লায়ন্সক্লাব ঢাকা ওয়েসিস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সংবর্ধনা প্রদান করেন মাননীয় জেলা গভর্নর লায়ন জালাল আহমেদ এমজেএফ।

মেহেরপুরের যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংবর্ধনা প্রাপ্তরা হলেন গাংনীর বামুন্দি গ্রামের নুরুল হুদা ওরফে নুহু বাঙ্গালী,কাজিপুরের গোলাম মস্তফা ও ধর্মচাকীর তাহাজ উদ্দিন।

অনাড়ম্বর আয়োজনে আগারগাঁও লায়ন্স টাওয়ারে লায়ন হুমায়ন জহির অডিটরিয়ামে লায়ন্সক্লাব অব ঢাকা জেলার প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট হুমায়ন কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীত অতিথী ছিলেন, সদ্য প্রাক্তন জেলা গভর্নর লায়ন কামরুন নাহার পিএমজেএফ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রথম ভাইস জেলা গভর্নর লায়ন ইঞ্জিঃ এমএ ওয়াহাব ও দ্বিতীয় ভাইস জেলা গভর্নর ডঃ মোঃ বশির উল্লাহ পিএমজেএস। সম্মাননা ক্রেষ্ট, উত্তরীয়সহ বিভিন্ন সম্মানে ভুষিত করেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের।

[redacted]

[redacted]